বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬

(২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন)

Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) এবং Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল : -

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

* এস, আর, ও নং ৩৫৩-আইন/২০১৬, ২২ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৬ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "এনজিও" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোন সংস্থা এবং কোন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সংস্থা বা এনজিও, যাহা এই আইনের অধীনও নিবন্ধিত, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৩) "প্রকল্প" অর্থ এই আইনের অধীন ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রকল্প;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) “বৈদেশিক অনুদান” অর্থ বিদেশি কোন সরকার, প্রতিষ্ঠান বা নাগরিক অথবা প্রবাসে বসবাসরত কোন বাংলাদেশি নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক বা দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন সংস্থা, এনজিও বা ব্যক্তিকে প্রদত্ত নগদ অর্থ (cash) বা পণ্যসামগ্রী (goods) অথবা অন্য কোনভাবে প্রদত্ত যে কোন অনুদান, দান, সাহায্য বা সহযোগিতা;

(৬) “ব্যক্তি” অর্থ এই আইনের অধীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের নিমিত্ত ব্যুরো কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(৭) “ব্যুরো” অর্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(৮) “মহাপরিচালক” অর্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক;

(৯) “সংস্থা” অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(১০) “স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম” অর্থ অলাভজনক সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসচেতনতা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন ও অধিকার রক্ষা, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ ও অধিকার রক্ষা, সম-অধিকার ও সম-অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, সমাজকল্যাণ, গবেষণামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন জাতি সত্তা, ভূমি অধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বৈদেশিক অনুদান গ্রহণক্রমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত কোন সংস্থা বা এনজিও বৈদেশিক অনুদান গ্রহণক্রমে কোন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের প্রয়োজন হইবে না, ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

নিবন্ধন এবং নিবন্ধন নবায়ন

৪। (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফিসহ মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রে বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ, উহা প্রাপ্তির উৎস ও উক্ত অনুদান কি কাজে ব্যবহৃত হইবে ইত্যাদি উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে, মহাপরিচালক ১০ (দশ) বৎসরের জন্য আবেদনকারী বরাবর একটি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন এবং উক্ত নিবন্ধন সনদ ১০ (দশ) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(৪) নিবন্ধন প্রাপ্তির ১০ (দশ) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার ৬ (ছয়) মাস পূর্বে নির্ধারিত নবায়ন ফিসহ নিবন্ধন সনদ নবায়নের নিমিত্ত মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি যদি সঠিক পাওয়া যায় এবং আবেদনকারীর পূর্ববর্তী ১০ (দশ) বৎসরের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক হয় তাহা হইলে মহাপরিচালক পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন সনদ ইস্যু করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ কার্যকর থাকিবে।

বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ নিষিদ্ধ

৫। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে না, যথা :-

(ক) জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী;

(খ) জাতীয় সংসদের সদস্য;

(গ) স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি;

(ঘ) কোন রাজনৈতিক দল;

(ঙ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

(চ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ছ) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত এনজিও বা সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(জ) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৮ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

প্রকল্প অনুমোদন, ইত্যাদি

৬। (১) প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা এনজিও বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং উক্ত ব্যক্তি বা এনজিওর কর্মকাণ্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ এবং ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এই আইনের অধীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা এনজিওকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ব্যুরো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি বা সুপারিশ অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা এনজিওকে ফেরত প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি বা সুপারিশ ব্যুরো অগ্রহণযোগ্য মনে করিলে উহা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) কোন প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয়ের ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক অর্থ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি ত্রাণ কর্মসূচি তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনা করিতে উদ্যোগী ব্যক্তি বা এনজিওসমূহের আবেদন ও তথ্যাদি যথাযথ হইলে মহাপরিচালক ২৪

ঘণ্টার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনসহ বৈদেশিক অনুদান অবমুক্তির আদেশ জারি করিবেন।

এনজিও, ইত্যাদি কর্তৃক সাহায্য প্রদান

৭। এই আইনের অধীন নিবন্ধিত এনজিও সংগৃহীত বৈদেশিক অনুদান হইতে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত শর্তে সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে, যথা-

(ক) সাহায্য গ্রহণকারীকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থা হইতে হইবে;

(খ) ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত সাহায্য প্রদানকারী কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারীর বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপরেখা থাকিতে হইবে; এবং

(গ) প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা নিশ্চয়তা প্রদান করিবে।

বিদেশি বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা বা কর্মকর্তা নিয়োগ ও বিদেশ ভ্রমণ

৮। (১) অনুমোদিত প্রকল্পে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা বা কর্মকর্তা নিয়োগের সংস্থান থাকিলে তাহাদের নিয়োগ, নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র এর বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ ব্যুরোর অনুমোদিত জন মাসের (man-month) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্যাদি যদি সঠিক পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে মহাপরিচালক আবেদন মঞ্জুর করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির দাপ্তরিক কাজে প্রকল্পে অনুমোদিত বাজেটের অর্থে বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে ব্যুরোকে অবহিত করিতে হইবে।

বৈদেশিক অনুদানের হিসাব সংরক্ষণ

৯। (১) প্রত্যেক ব্যক্তি বা এনজিওকে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশিয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল বৈদেশিক অনুদানের অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের (মাদার একাউন্ট) মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যাংক ব্যুরোর অর্থ ছাড়ের অনুমোদনপত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ কোন ব্যক্তি বা এনজিওকে প্রদান করিতে পারিবে না।